শৈলকুপায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেল এইচএসসি পরীক্ষার্থীর

সাপের কামড়ে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অপু বিশ্বাস (১৯) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামের সেকেন্দার বিশ্বাসের ছেলে এবং শৈলকুপা সিটি কলেজ থেকে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।

জানাগেছে, গত শুক্রবার রাতে বাবার সাথেই ঘুমিয়ে ছিল অপু বিশ্বাস। রাত তিনটার দিকে বুঝতে পারে তার আঙ্গুলে জ্বালাপোড়া করছে। বাবাকে ডেকে ঘটনাটি বললে তিনি দেখতে পান আঙ্গুল দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। সাথে সাথে গ্রামের ওঝা ফারুক হোসেন ফরুর বাড়িতে শুরু হয় ঝাড়ফুঁকের। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে ভোরে অবস্থার অবনতি হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চলছিল চিকিৎসার প্রস্তুতি। কিন্তু পরিবার চিকিৎসকের ওপর ভরসা না পেয়ে সেখান থেকে পুনরায় ওঝার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সাপে দংশিত অপু বিশ্বাস।

সাপে দংশনের পর দীর্ঘ সময় পার হলেও বাবার ভুল সিদ্ধান্তে এমন মৃত্যুতে অপুর সহপাঠি ও এলাকাবাসীদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অপুর পিতা সেকেন্দার জোয়ার্দ্দার বলেন, রাতে একমাত্র ছেলে অপুর সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। রাত তিনটার দিকে অপু ঘুম থেকে উঠে তাকে জানায়, তার আঙ্গুলে কিসে কামড় দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে গ্রামের ওঝা ফারুকের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে ওঝার দেয়া গাছে ছেলে সুস্থতা বোধ করলে তারা বাড়িতে আসেন। ছেলে অপু ঘুমিয়ে পড়লে এইচএসসি পরীক্ষার্থী বিধায় ভোরে ছেলেকে পড়ার জন্য জাগানো হয়। ঘুম থেকে উঠে অপু পুনরায় অসুস্থতা বোধ করলে তাকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা তার চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলে পুনরায় তাকে পৌর এলাকার ঋষিপাড়ায় ওঝার বাড়িতে নিলে তার অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। ওঝা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে সকাল সাড়ে আটটার দিকে তার মৃত্যু হয় বলে জানান অপুর বাবা সেকেন্দার বিশ্বাস।

অপুর সহপাঠি রবিন হোসেন বলেন, তারা স্কুলে থেকেই এক সাথে পড়ালেখা করে আসছে। অপু খুবই মেধাবী ছিল ও চঞ্চল প্রকৃতির। সাপের দংশনের পর পরিবারের ভুল চিকিৎসায় তার এমন মৃত্যু তারা মেনে নিতে পারছে না বলে জানান।

অপুর প্রাথমিক ঝাড়ফুঁকের ওঝা ফারুক হোসেন ফরু বলেন, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর সাপের কামড়ের চিকিৎসা করে আসছেন। অপুর পিতা সেকেন্দার তার ছেলেকে নিয়ে আসেন গতকাল শনিবার ফজরের আযানের আগে। তিনি তাকে গাছের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার পর সে সুস্থ হলে বাড়ি চলে যান। এরপর সকাল ৯টার দিকে তিনি জানতে পারেন সাপে দংশিত অপু কুষ্টিয়াতে মারা গেছে। তবে তার চিকিৎসায় কোনো ভুল নেই বলে ওঝা ফরু দাবি করেন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গতকাল শনিবার ভোরে ব্রহ্মপুর গ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী অপুকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তার লক্ষণ দেখে বোঝা যায় সে সাপে দংশিত। তার চিকিৎসার প্রস্ততি চলাকালে রোগীর স্বজনরা তাকে জোরপূর্বক পূনরায় ওঝা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে আসলে তারা অপুকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর তার মৃত্যু হয়েছে বলে তারা জানতে পারেন। তার পরামর্শ সাপে দংশন করলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে না বলে জানান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ।

ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে প্রাণ গেল এক কিশোরের

ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে সাপের কামড়ে প্রাণ গেল মাহাফুজুর রহমান (১৬) নামের এক কিশোরের।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের

বিষয়খালীর কেশবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত কিশোর মাহাফুজুর রহমান ঐ গ্রামের মত. মতিয়ার রহমান মতির একমাত্র ছেলে।

স্বজন ও বন্ধু সোহান জানায়, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাছের একটি তালগাছ থেকে গত সোমবার বিকালে মাহাফুজুর রহমান একটি সাপ ধরে টিফিন বাটিতে করে আটকে রাখে। যা পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে ঐ তালগাছের কাছে গিয়ে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে

মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে তার হাতে সাপে ছোবল দেয়। প্রথমে নিজেয় বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে সাপেড় কামড়ের স্থানে ঘষতে থাকে। এক পর্যায়ে নিজেয় মখদিয়ে সাপেড় বিষ তুলতে গেলে আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেসময় তার সাথে থাকা তার দুই কিশোর বন্ধুর মধ্যে সোহান নামের এক বন্ধু তার পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিকাল ৩টার দিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থার অবনতি হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

প্রতিবেশী আলমঙ্গীর হোসেন জানান, মঙ্গলবার গভীর রাতে কিশোর মাহাফুজুর রহমানের মরদেহটি গ্রামের বাড়িতে আসলে এক রিূদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্ঠি হয়।এসময় তার মা, আত্মীয়-স্বজন সহ এলাকার মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম মিঞা কিশোরের মৃত্যু নিশ্চিত করে বলেন, নিজের সামান্য ভুলের কারণে এই মৃত্যু। তাই সাপ নিয়ে কখনও খেলা কারা উচিত না। ইউনিয়ন সহ দেশের সকল নাগরিকের আরও সচেতন হবার পরামর্শ দেন তিনি।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জান্নাত-আরা বলেন, মঙ্গলবার বিকালের দিকে সদর হাসপাতালে সাপে কামড়ের অনেক পরে পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে আসে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিলো কিন্তু পরে অবস্থার অবনতি দেখা দিলে ঐ কিশোরকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এবং রাতেই সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বুধবার সকালে কিশোর মাহাফুজুর রহমানের যানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম

মিঞা, ৩ নং ওয়ার্ড মেম্বর আতিকুর রহমান আতিক, বিষয়খালী শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক শাহ মোহাম্মদ এনামুল হক ফয়েজি, ব্যবসায়ী দবির আলীসহ অসংখ্য মানুষ জানাজায় অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্রীর

পরিবারের অজ্ঞতায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো ঝিনাইদহের আরও এক স্কুল ছাত্রীর।

বুধবার (১১জুন) রাতে সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের পাকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ওই কিশোরী রাবেয়া খাতুন (১৫) ওই গ্রামের আব্দুল্লাহ হোসেনের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী।

স্বজনরা জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে নিজ ঘরে সাপে ছোবল দেয়। প্রথমে পরিবারের লোকজন তাকে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন হাসপাতাল থেকে আবারো ওঝার কাছে নিতে গেলে পথে তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মেফতাহুল জান্নাত বলেন, সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা আমাদের না জানিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা করে। পথে কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে আবার ফেরত আনলে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পায়।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্রের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিসিক এলাকায় সাপের কাপড়ে সূর্য বিশ্বাস
(১৩) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে সে মারা যায়। সূর্য সদর উপজেলার চুয়াডাঙ্গা গ্রামের আশরাফুল বিশ্বাসের ছেলে এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ছাত্র।

সুর্য বিশ্বাসের সহপাঠী সোহান আহমেদ জানায়, রাতে শহরের বিসিক শিল্পনগরীর প্রবেশ পথে নিজেদের মুদি দোকানে ঘুমিয়ে ছিল সূর্য বিশ্বাস। ভোর ৪টার দিকে দোকানের ভেতর থেকে একটি সাপ বের হতে দেখে স্থানীয়রা।

এর কিছুক্ষণ পর সূর্য চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা দোকানের শাটার খুলে ভেতর থেকে সূর্যকে বের করে আনে। এরপর সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ও পরে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ফের সদর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ফাল্গুনী রানী সাহা বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই সে মারা গেছে। হয়তো সময় মতো হাসপাতালে আনলে ছেলেটিকে বাঁচানো সম্ভব হতো।